০৮। পাম্পিং প্ল্যান্ট : ১ টি (৮টি পাম্প, ৩৪ কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন)।
০৯। ব্যারেজ : ১ টি (৮৬ মিটার প্রশস্ত)।
১০। সেচ খাল : ১০৫ কিঃমিঃ।
১১। নিষ্কাশন স্লুইস : ৭ টি।
১২। নিষ্কাশন সাইফুন : ৯ টি।
১৩। অন্যান্য স্ট্রাকচার : ৩০৯ টি।
১৪। নির্মাণ ব্যয় : ৬৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।
১৫। বৈদেশিক মুদ্রার পরিমান : ৭ কোটি ৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।
১৬। কুয়েতী ঋণ : ২৩ লক্ষ কুয়েতী দিনার।
১৭। একর প্রতি ব্যয় : ৮ হাজার একশত টাকা।
১৮। পানি ব্যবহারকারী দল : ৬৪ টি।
১৯। বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় : ২৫০.০০ লক্ষ টাকা।
২০। বার্ষিক বর্ধিত কৃষি উৎপাদন : ৮২,২০০ মেঃটন।
২১। ফসলের নিবীড়তা : ১৮৫ শতাংশ।
২২। ২০১৭-১৮ ইং সালে সেচ : ১০,৫৫০ হেক্টর।
২৩। প্রকল্প কাজের আরম্ভ : ১৯৭৫-৭৬ সালে।
২৪। প্রকল্প কাজের সমাপ্তি : ১৯৮২-৮৩ সালে।
২৫। পুনর্বাসন প্রকল্প কাজের আরম্ভ : ২০১৬-১৭ সালে।
২৬। পুনর্বাসন প্রকল্প কাজের সমাপ্তি : ২০১৭-১৮ সালে।
২৭। পুনর্বাসন প্রকল্প কাজের ব্যয় : ৮৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা (GOB অর্থায়নে)
২৮। জনসংখ্যা : ৭ লক্ষ ।

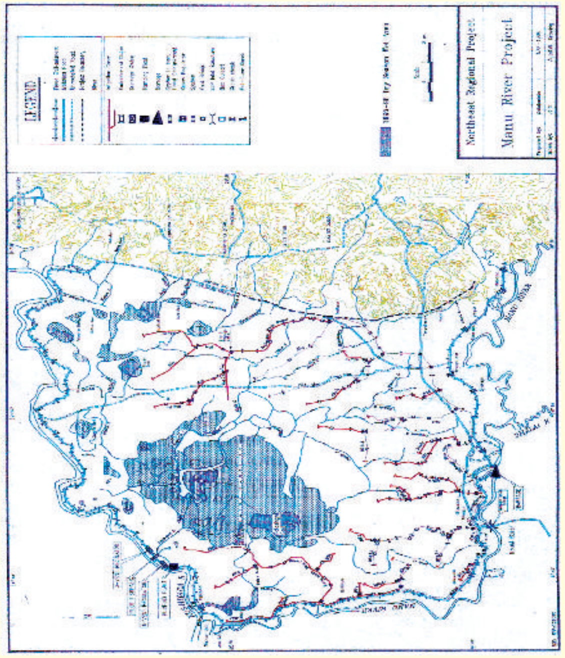

বিনয়শ্রি রেগুলেটর

ব্যারেজ সংলগ্ন রেগুলেটর

ফসলি জমি

প্রধান খাল

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৮

মনু নদী প্রকল্প

MANU RIVER PROJECT

মনু ব্যারেজ

কাশিমপুর পাম্প হাউজ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
www.bwdb.gov.bd বাপাউবো.বাংলা

অবস্থান ঃ

মনু নদী প্রকল্পটি বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে মৌলভীবাজার জেলার মৌলভীবাজার সদর এবং রাজনগর উপজেলার আংশিক নিয়ে বিস্তৃত। দ্রাঘিমাংশ ৯১°৪০' হতে ৯২°০০' এবং আংশ ২৪°৩০' হতে ২৪°৪০' এর মধ্যে।

প্রকল্পের পরিধি ঃ

পূর্বে ভাটেরা পাহাড়, পশ্চিম ও দক্ষিনে মনু নদী, উত্তরে কুশিয়ারা নদী প্রকল্পের উত্তর সীমানা।

আয়তন ঃ

প্রকল্পের মোট আয়তন ২২৬৭২ হেক্টর এর মধ্যে চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ ১৯২৭৮ হেক্টর এবং সেচ যোগ্য জমির পরিমাণ ১২১৪৬ হেক্টর।

পটভূমি ঃ

দুঃখ প্রতিরোধ করে কল্যাণের জন্যই গড়ে উঠেছে মনু নদী সেচ প্রকল্প। এর উত্তরে কুশিয়ারা। পশ্চিম ও দক্ষিণে মনু নদী এবং পূর্বে ভাটেরা পাহাড়। বন্যা ও জল-মগ্নতাই এ এলাকার অন্যতম সমস্যা। শীত মৌসুমে উঁচু এলাকায় এবং বর্ষায় নীচু এলাকায় (কাওয়াদীঘি হাওর) ফসল উৎপাদন হয় না বললেই চলে। মার্চ মাস থেকেই কুশিয়ারা নদীর উৎস অঞ্চলে প্রবল বারিপাতের ফলে নদীতে বন্যা দেখা দিত। কুল ছাপিয়ে পানি ঢুকে পড়ে নীচু এলাকায়। এ সময়ে মনু নদীর প্রারম্ভিক বন্যা সমস্যাকে করে তোলে ভয়াবহ। ধ্বংস করে কৃষকের লাগানো বোরো ফসল। বর্ষার সাথে সাথেই মনু ও কুশিয়ারা দুকূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হতো। নিমজ্জিত হতো নীচু এলাকা সমূহ। ক্ষতি সাধন করে আউশ ও আমন ধানের। ভাটেরা পাহাড় ও প্রকল্প এলাকাতে হয় প্রবল বৃষ্টিপাত। পানি নেমে আসে নীচু হাওরের দিকে। নদীর বন্যায় নিষ্কাশন হয় বাঁধা প্রাপ্ত। সর্বগ্রাসী বন্যার পানিতে তলিয়ে যেত ফসলিত এলাকা। এভাবেই মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বন্যার আঘাতে বার বার ফসলের ক্ষতি হতো। প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল উৎপাদন। প্রকল্প এলাকায় অধিকাংশ ভূমিই নীচু। এর মধ্যে ৪৮৫৮ হেক্টর অতি নীচু হাওর এলাকা ৩ থেকে ৫ মিটার গভীর পানিতে ডুবে থাকে। একটি ফসলও নিশ্চিত ছিল না এখানে। প্রকৃতির খেয়ালের উপরই কৃষি ব্যবস্থা ও চাষ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। নদীর প্লাবণ ও বৃষ্টির উপর ভিত্তি করে চাষ ও ফসল তোলার সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে। ধান প্রধান ফসল। কেবল ৪৮৫ হেক্টর জমিতে পাট এবং ২৬৭ হেক্টর জমিতে রবিশস্য উৎপাদিত হতো। সেচ ব্যবস্থার কোন প্রাধান্য ছিল না। শুধু ইরি চাষেই সেচ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হতো। উৎপাদন হার খুবই কম হতো। হেক্টর প্রতিফলন ০.৪৫৬ মেঃ টনের বেশী হতো না। ১১২০০ হেক্টরে দুটি, ৩৯০০ হেক্টরে একটি এবং প্রায় ৪০ হেক্টরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হতো। ফসলের নিবিড়তা ছিল ১২৬ শতাংশ। প্রতি বছর গড়ে ২৬০০০ মেঃ টন ফসল উৎপাদিত হতো এবং ৬০০০ মেঃ টন ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এলাকাতে প্রায় ৫৫০০ মেঃ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালে তৈরী সম্ভাব্যতা রিপোর্টের ভিত্তিতে এই প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট ১৯৭২ সালে প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ১৯৭৫-৭৬ সালে আরম্ভ হয়ে নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ১৯৮২-৮৩ সালে। প্রকল্পের আওতায় মনু নদীর উপর মাতারকাপন এলাকায় একটি ব্যারেজ এবং কাশিমপুরে একটি পাম্প হাউজ রয়েছে।

পুনর্বাসন কাজ ঃ

পাম্পগুলো স্থাপনের পর প্রায় দীর্ঘ ৩৫ বছর অতিবাহিত হওয়ায় কার্যকারিতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে পাম্পগুলো দ্বারা আশানুরুপ ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় মে'২০১৬ সালে পাম্প হাউজ পুনর্বাসন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

বন্যা প্রতিরোধ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থাই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট। বন্যার ক্ষতিরোধ করে উৎপাদন নিশ্চিত করা হয়। কৃষি ব্যবস্থাকে পদ্ধতিগতভাবে পরিবর্তিত করে ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো হয়। আধুনিক কৃষি উপকরণ এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জনই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল ঃ

ক) সেচ সুবিধা প্রদান ঃ

প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ২২৬৭২ হেক্টর এলাকা প্লাবন ও জলমগ্নতা থেকে মুক্ত হয়েছে। বন্যার কবল হতে ৪০,০০০ মেঃটন ফসল রক্ষা পেয়েছে। প্রায় ১২,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধা পাচ্ছে। এর মধ্যে ১১,০০০ হেক্টর জমিতে নিশ্চিত হয় দুটি ফসল। বাকী জমি বীজ তলা, সবুজসার ও একটি ফসলের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সেচ ব্যবস্থা ও আধুনিক কৃষি উপকরণের মাধ্যমে গড়ে হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৫০ মেঃটনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকার যাতায়ত, পশুপালন, মৎসচাষ, পানীয় জল, ব্যবসা বাণিজ্য ও কর্ম ব্যবস্থার অনেক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঃ

২২৬৭২ হেক্টর সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

গ) উৎপাদন ঃ

ফসলের নিবিড়তা ছিল ১২৬ শতাংশ। বর্তমানে ফসলের নিবিড়তা ১৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রকল্প থেকে বছরে নীট আয় হচ্ছে ১২৩.৩০ কোটি টাকা।

ঘ) মৎস উন্নয়ন ঃ

প্রকল্পের অভ্যন্তরে কাউয়াদিঘী ও পটাসিংড়া বিল সহ অন্যান্য বিদ্যমান খালে মৎস উৎপাদনে স্থানীয় জনগন উদ্বুদ্ধ হয়ে মৎস প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ফলে স্থানীয় চাহিদা অনেকটা লাঘব হয়েছে।

ঙ) পরিবেশগত ঃ

উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য ইতিবাচক ভৌত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়ে সমিতি আকারে সেচ খালের পাড়ে প্রায় ৮০ কিঃমিঃ বনায়ন গড়ে তুলেছে।

চ) আয় ও কর্মসংস্থান মূলক ঃ

ফসলের নিবীড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি বৎসর কৃষি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ০.৭০ মিলিয়ন শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় উন্নত কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয় ও কর্মসংস্থান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বাসাবাড়ি, হাটবাজার, ব্যবসা বাণিজ্য, যোগাযোগ, পরিবহন ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ঃ

প্রকল্পের বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ২৫০.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন যার বিপরীতে খুব সামান্যই পাওয়া যায়।

এক নজরে প্রকল্প সার সংক্ষেপ

০১। **প্রকল্পের নাম :** মনু নদী প্রকল্প

০২। **প্রকল্পের অবস্থান :** মৌলভীবাজার জেলার সদর ও রাজনগর উপজেলা।

০৩। **উদ্দেশ্য :** বন্যা নিয়ন্ত্রন নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা।

০৪। **প্রকল্প এলাকা :** ২২,৬৭২ হেক্টর।

০৫। **কৃষি জমি :** মোট ১৯,২৭৮ হেক্টর, নীট ১৫,৫৪৬ হেক্টর।

০৬। **সেচ ব্যবস্থাধীন জমি :** ১২,১৪৬ হেক্টর।

০৭। **বাঁধ :** ৫৯ কিঃমিঃ।